Sanatan Dharma

শাস্ত্র কলিযুগে কল্কি ছাড়া ঈশ্বরের অবতারের কথা বলে?

হলধারী (মাস্টারের মামার ছেলে) ছিলেন একজন অত্যন্ত পণ্ডিত বৈষ্ণব এবং শাস্ত্রীয় আচার ও অনুশীলনের একজন বিশ্বস্ত পর্যবেক্ষক; রাধা ও গোবিন্দের উপাসনায় নিযুক্ত হওয়ার পরপরই তিনি গোপনে সেই সাধনার (তন্ত্র) পথ অনুসরণ করেন। লোকেরা সময়মতো তা জানতে পেরে ফিসফিস করতে থাকে; কিন্তু একটি বিশ্বাস প্রচলিত ছিল যে, তিনি যে কারো বিষয়ে যা বলেছেন তা সত্য হয়েছে; তাই, কেউই তার উপস্থিতিতে এ নিয়ে আলোচনা বা কৌতুক করার মতো সাহসী ছিল না, পাছে তিনি হলধারীর অসন্তুষ্টির শিকার হন। মাস্টারও তার বড় চাচাতো ভাইয়ের সেই অভ্যাস জানতে পারলেন। লোকে এটা নিয়ে কথা বলছে এবং পিঠের আড়ালে তাকে গালাগালি করছে দেখে, মাস্টার, স্পষ্টভাষী এবং নির্ভীক, হলধরীকে সবকিছু পরিষ্কারভাবে বললেন। তখন পরেরটি খুব রেগে গেলে এবং বলল: “ছোট হলেও আমাকে এভাবে তুচ্ছ করার সাহস? তোমার মুখ থেকে রক্ত বেরোবে।" ওস্তাদ নানাভাবে তাকে এমন কথা বলার কারণ ব্যাখ্যা করে তাকে শান্ত করার চেষ্টা করলেন, কিন্তু মাস্টার যা বললেন তাতে সে কান দিল না।
একদিন, এই ঘটনার পরপরই, প্রায় 8 বা 9 টার দিকে মাস্টার তার তালুতে একটি লতানো সংবেদন অনুভব করেন এবং আসলে তার মুখ থেকে রক্ত বের হতে শুরু করে। গুরু বললেন, “ওই রক্তের রং ছিল তেঁতুল পাতার রসের মতো। এটা এতই পুরু ছিল যে

এর একটা অংশ মুখ থেকে দূরে পড়ে গিয়েছিল এবং একটা অংশ ভিতরে জমাট বেঁধে সামনের দাঁতের কাছে ঠোঁট থেকে বটগাছের বায়বীয় শিকড়ের মতো ঝুলে ছিল। তালুতে কাপড়ের টুকরো চেপে রক্তপাত বন্ধ করার চেষ্টা করলাম কিন্তু রক্তপাত বন্ধ করা গেল না। দেখে খুব ভয় পেয়েছিলাম। শুনে সবাই ছুটে আসে। হলধারী তখন মন্দিরে সেবা করছিলেন। তিনিও আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন এবং এটি শুনে দ্রুত চলে আসেন। যখন আমি তাকে দেখলাম তখন আমি অশ্রুসিক্ত চোখে তাকে বললাম: "চাচাতো ভাই, তুমি তোমার অভিশাপে আমার কি অবস্থা দেখো"। আমার সেই করুণ অবস্থা দেখে তিনিও কেঁদেছিলেন।

সেদিন মন্দিরে একজন ভালো সাধু এসেছিলেন। তিনিও সেখানে উপস্থিত হলেন, যখন তিনি আওয়াজ শুনতে পেলেন এবং রক্তের রঙ এবং যে মুখ দিয়ে তা বের হচ্ছে তা পরীক্ষা করে বললেন: “কোন ভয় নেই; এটা খুব ভালো, রক্ত বের হয়েছে। আমি আপনি যোগ অনুশীলন খুঁজে. সেই অভ্যাসের ফলে তোমার সুষুম্নার মুখ খুলে গেলে এবং শরীরে রক্ত ঝরতে লাগল। এটা খুব ভাল যে, মাথার দিকে প্রবাহিত হওয়ার পরিবর্তে, এটি নিজেই মুখের দিকে যাওয়ার জন্য একটি চ্যানেল তৈরি করেছে এবং বেরিয়ে এসেছে। এই রক্ত যদি তোমার মাথায় পৌঁছাত, তবে তুমি যদ-সমাধিতে থাকতে, যা কোনোভাবেই শেষ হতে পারত না। মহাবিশ্বের মা আপনার শরীরের সাথে সম্পন্ন করার জন্য কিছু বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। সেজন্য, আমি মনে করি, তিনি এটি সংরক্ষণ করেছেন”। পবিত্র মানুষটির এই কথাগুলো শুনে, আমি যেমন ছিল, তেমনি আবার জীবিত হয়ে উঠলাম”। এইভাবে হলধারীর অভিশাপ আকস্মিক কাকতালীয়ভাবে সত্য হয়েছিল এবং বরে রূপান্তরিত হয়েছিল।"

হলধরীর প্রতি মাস্টারের আচরণে মধুর রহস্যের উপাদান ছিল। ... হলধারী ছিলেন ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত আচার-অনুষ্ঠানে নিবেদিতপ্রাণ একজন মানুষ; সে, তাই, পরমানন্দের সময়ে তার পোশাক এবং পবিত্র সুতোর প্রতি মাস্টারের অভাবকে পছন্দ করেননি। ... আবার, পূজার সময় মাস্টারের চোখ থেকে অশ্রুর বন্যা প্রবাহিত হওয়া, ঈশ্বরের মহিমার প্রশংসাকারী গান শুনে তাঁর অপূর্ব আনন্দ এবং ঈশ্বরের উপলব্ধির জন্য তাঁর অসাধারণ আগ্রহ দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। ... সর্বদা সন্দেহের দ্বারা আচ্ছন্ন, হলধারীর মন মাস্টারের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেনি এবং ঘৃণা না হলেও শ্রদ্ধা ও করুণার মধ্যে দোলা দিয়েছিল। গুরু বললেন: “হলধরী মন্দিরে পূজার সময় আমাকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং অনেক সময় বলেছিলেন:

"রামকৃষ্ণ, আমি তোমার আসল স্বরূপ চিনতে পেরেছি।"

এর জন্য আমি প্রায়ই মজা করে উত্তর দিতাম: "সাবধান, পাছে আর একবার বিভ্রান্ত না হয়"।

তিনি বলেছিলেন: “তুমি আর কোনোভাবেই আমার চোখে ধুলো ফেলতে পারবে না; তোমার মধ্যে নিশ্চয়ই দেবত্বের দায় আছে; আমি এইবার এটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বুঝতে পেরেছি।"

আমি তার কথা শুনে বললাম: "খুব ভাল, আমাকে দেখতে দিন কতদিন প্রত্যয় স্থায়ী হয়"।

যাইহোক, হলধারী মন্দিরে সেবা শেষ করে যখন এক চমিটি শাঁস নিয়ে ভাগবত, গীতা, আধ্যাত্ম-রামায়ণ বা অন্য কিছু বই নিয়ে আলোচনা শুরু করলেন, তখনই তিনি অহংবোধের কারণে অন্য মানুষ হয়ে গেলেন। আমি তখন সেখানে গিয়ে বললাম: “আপনি ধর্মগ্রন্থে যে সমস্ত অবস্থার কথা পড়েছেন আমি তা বুঝতে পেরেছি; আমি এই সব বুঝতে পারি।" শুনতে না পেয়েই তিনি বললেন: “সত্যই! তুমি বড় বোকা। এই

সব কিছু কি তোমার বোঝার জন্য?” আমি বললাম: “আমি সত্যি বলছি, যিনি এর মধ্যে আছেন (নিজের শরীর দেখান) তিনিই যাঁর কথা বলছেন তার সম্পর্কে সব কিছু ব্যাখ্যা করছেন”। একথা শুনে হলধারী বিরক্ত হয়ে বললেন, “অতএব! অদ্ভুত, বড় বোকা! কোন শাস্ত্র কলিযুগে কল্কি ছাড়া ঈশ্বরের অবতারের কথা বলে? তুমি উন্মাদ হয়ে গেছ আর তাই তুমি তোমার মতই ভাবো”। আমি হেসে বললাম, "আপনি কি এখনই বলেননি যে আর কোন বিভ্রান্তি হবে না?"

কিন্তু সেসব কথা তখন কে শুনবে? এটি একবার বা দুবার নয়, বহুবার ঘটেছে। একদিন তিনি আমাকে পঞ্চবটের বটগাছের ডালে উলঙ্গ অবস্থায় বসে পানি পেরিয়ে যেতে দেখলেন। তিনি তখন থেকেই নিশ্চিত হয়েছিলেন যে, আমি একটি ভূতের দ্বারা আক্রান্ত, যে তার নশ্বর জীবনে ব্রাহ্মণ ছিল।

আমরা হলধারীর পুত্রের মৃত্যুর কথা বলেছি, যিনি বিষ্ণুর অনুসারী ছিলেন। সেই ঘটনার পর থেকেই তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, কালী তমোগুণের অন্তর্ভুক্ত। একদিন তিনি গুরুর কাছে গিয়ে বললেন: “তামস দ্বারা গঠিত দেবতার পূজার ফলে কি আধ্যাত্মিক উন্নতি হতে পারে? তুমি এত যত্নে সেই দেবীর পূজা করছ কেন? “গুরু এই কথা শুনলেন, কিন্তু উত্তর দিলেন না; কিন্তু তাঁর মনোনীত আদর্শের অপবাদ শুনে বেদনার্ত হয়ে তিনি কালী মন্দিরে গিয়ে অশ্রুসজল চোখে বিশ্বমাতাকে জিজ্ঞেস করলেন: “মা, হলধারী, একজন পণ্ডিত, শাস্ত্রে পারদর্শী, বলেছেন তুমি তমোগুণের অন্তর্ভুক্ত; তুমি কি সত্যই এমন?" দিব্যি মা যখন তাকে এ সম্পর্কে আসল সত্যটি জানালেন, তখন তিনি আনন্দে ভরে উঠলেন এবং সাথে সাথে হলধারীর কাছে ছুটে গেলেন। ঝাঁপিয়ে পড়ে সোজা কাঁধে উঠে উত্তেজিত কন্ঠে বার বার বললেন: “তুমি বলছ, মা তমাস নিয়ে গঠিত। তাই নাকি? মা সবই তিনি তিনি গুণে পরিণত হয়েছেন, আবার তিনিই শুদ্ধ সত্ত্বগুণ”। তখন হলধারীর অন্তরের চোখ খুলে গেল, যেমনটা ছিল, গুরুর কথা ও স্পর্শে, যিনি আনন্দে ছিলেন! তখন উপাসকের আসনে উপবিষ্ট হয়ে হলধারী মনপ্রাণে মেনে নিলেন, গুরু যা বললেন। এবং তাঁর মধ্যে স্বয়ং দিব্য মাতার প্রকাশ দেখে, তিনি চন্দন মিশ্রিত এক মুঠো ফুল নিয়ে তাঁর পদ্মের চরণে ভক্তি সহকারে অর্পণ করলেন। কিছুক্ষণ পরে, হৃদয় এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করল: “আপনি কি বলছেন না, কাকা, রামকৃষ্ণকে ভূত আছে? তাহলে কেন তুমি তাকে পূজা করলে?” "আমি জানি না কেন", - উত্তর দিলি হলধারী: "তিনি কালী মন্দির থেকে ফিরে এসে আমাকে এমনভাবে চমকে দিয়েছিলেন যে, আমি সবকিছু ভুলে গিয়ে তাঁর মধ্যে ঈশ্বরের আলো দেখতে পেলাম! যখনই আমি কালী মন্দিরে রামকৃষ্ণের কাছে যাই তিনি আমার মধ্যে এমন অনুভূতি তৈরি করেন! আহা, সেই বিস্ময়কর ঘটনা! আমি কিছু বুঝতে পারছি না".

উপরে বর্ণিত হলধারীর আচার-আচরণ থেকে স্পষ্ট যে, লালসা ও সোনার প্রতি আসক্তি দূর না হওয়া পর্যন্ত বাহ্যিক পরিচ্ছন্নতার চর্চা এবং শাস্ত্রের জ্ঞান খুব একটা লাভবান হয় না এবং মানুষের মধ্যে চরম সত্যের জ্ঞান উৎপন্ন করতে পারে না। দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে প্রসাদ নিতে আসা দরিদ্র লোকদের দিকে তাকিয়ে, যারা স্বয়ং নারায়ণ, ভগবান, গুরু, আমরা আগেই বলেছিলাম, তাদের প্লেটে থাকা খাবারের সামান্য অংশ খেয়েছে। এতে বিরক্ত হয়ে হলধারী তাকে বললেন, "আমি দেখব তুমি তোমার ছেলেমেয়েদের বিয়ে করবে।" হলধারীর এই কথায় তীব্র ক্রোধে ক্ষুব্ধ হয়ে, যিনি তাঁর বৈদান্তিক জ্ঞানের জন্য গর্বিত, তিনি বললেন: “তাহলে, হে হতভাগা, তুমি কি বল না যে শাস্ত্র আমাদের সমস্ত প্রাণীকে ব্রাহ্মণ এবং জগৎকে অবাস্তব হিসাবে দেখতে নির্দেশ দেয়? ? আপনি কি মনে করেন যে আমি আপনার মত বলব যে পৃথিবী অবাস্তব এবং একই সাথে সন্তান জন্ম দেয়? তোমার

শাস্ত্রীয় জ্ঞানের উপর ধিক”।

শিশুসদৃশ মাস্টার, কখনও কখনও হলধারীর বৃত্তির দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে, কী করা উচিত সে সম্পর্কে তার মতামতের জন্য সর্বজনীন মায়ের কাছে ছুটে যান। একদিন, আমাদের বলা হয়েছিল, তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে পরমানন্দের ঐশ্বরিক অভিজ্ঞতাগুলি সবই অসত্য ছিল এবং ধর্মগ্রন্থের সাহায্যে নির্দেশ করেছিলেন যে ঈশ্বর অস্তিত্ব এবং অ-অস্তিত্বের বাইরে। মাস্টারের বিরক্তি ছিল দুর্দান্ত। এই ঘটনাটি বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি পরে বলেছিলেন, ভাবলেন, ভবসমাধির সময় আমি যে সমস্ত ঐশ্বরিক রূপ দেখেছি এবং যে সমস্ত ঐশ্বরিক বাণী শুনেছি তা সবই ছিল প্রলাপ। মা, আমি দেখেছি, সত্যই আমাকে প্রতারিত করেছিল। অত্যন্ত উদ্বিগ্ন, আমি আহত প্রেমের অনুভূতি নিয়ে কাঁদলাম এবং মাকে বললাম: "হে মা, তুমি কি আমাকে এমন প্রতারণা করবে, কারণ আমি অশিক্ষিত এবং অজ্ঞ?" সেই কান্না আর যন্ত্রণা থামবে না। আমি "বাড়িতে" বসে কাঁদলাম। কিছুক্ষণ পরে যা দেখলাম তা হল একটি কুয়াশার মতো ধোঁয়া হঠাৎ মেঝে থেকে উঠে আমার সামনের কিছুটা জায়গা পূরণ করছে। সেই ধোঁয়ায় পরে দেখলাম সোনালি রঙের সুন্দর জীবন্ত মুখ, দাড়ি স্তন পর্যন্ত! সেই মূর্তিটি আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে গভীর কণ্ঠে বলল: “আমার সন্তান, ভবমুখে থাক”। সেই চিত্রটি সেই শব্দগুলিকে তিনবার পুনরাবৃত্তি করেছিল এবং অবিলম্বে কুয়াশায় দ্রবীভূত হয়েছিল এবং কুয়াশার মতো ধোঁয়াও শূন্যতায় মিলিয়ে গিয়েছিল। যখন আমার সেই দৃষ্টি ছিল, আমি আমার মনের শান্তি ফিরে পেয়েছি।"

Published on: Feb, 16 2023 11:13